

এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com



এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

দশম বর্ষ, সংখ্যা : ১৬, সাপ্তাহিক ১৯ জুলাই ২৬, রবিবার KHABARER GHANTA, Bengali weekly, 19 July. 26, Sunday, Siliguri, Vol. 10, Issue 16, Rs. 2

নার্সিং প্রশিক্ষণে বদলাচ্ছে জীবন, স্বনির্ভরতার স্বপ্ন দেখাচ্ছে তরাই নার্সিং ইন্সটিটিউট



সুবিধাবঞ্চিত তরুণীদের দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে গড়ে তুলে স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়ির বুড়াগঞ্জ এলাকার তরাই নার্সিং ইন্সটিটিউট।

নিজস্ব প্রতিবেদন : শুধু ডিগ্রি নয়, গড়ে তোলা হচ্ছে দক্ষ, মানবিক ও আত্মবিশ্বাসী স্বাস্থ্যকর্মী। অনগ্রসর ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া বহু তরুণীর জীবনে আশার আলো জ্বালাচ্ছে খড়িবাড়ির তরাই নার্সিং ইন্সটিটিউট। প্রশিক্ষণ শেষে অনেকেই আজ বিভিন্ন হাসপাতালে চাকরি পেয়ে পরিবারের মুখে হাসি ফুটিয়ে চলেছেন। সমাজের পিছিয়ে পড়া ও

শিলিগুড়ি তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক তথা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ পুষ্পজিৎ সরকার-এর দক্ষ পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানটি ইতিমধ্যেই শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বিশেষ করে আদিবাসী ও আর্থিকভাবে অনগ্রসর পরিবারের বহু মেয়ে এখানে নার্সিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে

আজ বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। তাঁদের উপার্জনে পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটেছে এবং স্বনির্ভর জীবনের নতুন দিশা মিলেছে। প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত সুপারিন্টেন্ডেন্ট মালা মথি জানান, বর্তমানে নার্সিং পেশার চাহিদা অত্যন্ত বেশি। সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ ও কোর্স সম্পূর্ণ করলে কর্মসংস্থানের সুযোগও উজ্জ্বল। তিনি নিজেও সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর এখনও বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ পাচ্ছেন, যা এই পেশার গুরুত্বকেই তুলে ধরে। ২০২২ সালে সরকারি সমস্ত নিয়ম মেনে যাত্রা শুরু করে তরাই নার্সিং ইন্সটিটিউট। খড়িবাড়ির বুড়াগঞ্জের দুধাজোতে অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠানটি শান্ত, মনোরম ও শিক্ষার উপযোগী পরিবেশে পরিচালিত হয়। এখানে তাত্ত্বিক শিক্ষার পাশাপাশি হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ,

রোগীর প্রতি মানবিক আচরণ, সহনশীলতা, দায়িত্ববোধ এবং সেবার মানসিকতা গড়ে তোলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য পরিষেবার অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে শিলিগুড়িতে বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। ফলে দক্ষ নার্সদের চাহিদাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই প্রয়োজন পূরণে তরাই নার্সিং ইন্সটিটিউটের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রীরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরির সুযোগ পাচ্ছেন এবং নিজেদের পাশাপাশি পরিবারের ভবিষ্যৎও সুরক্ষিত করছেন। স্থানীয়দের মতে, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও মানবিক মূল্যবোধ; এই তিনের সমন্বয়ে তরাই নার্সিং ইন্সটিটিউট আজ শুধু একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নয়, বরং বহু তরুণীর স্বপ্নপূরণের এক নির্ভরযোগ্য ঠিকানা হয়ে উঠেছে।

ফিনিশ লাইনের আগেই থেমে গেল রাজদীপের দৌড়



নিজস্ব প্রতিবেদন : হিটে সেরা সময় করে নিশ্চিত করেছিলেন ফাইনালের টিকিট। স্বপ্ন ছিল ট্র্যাকে নেমে জয়ের লড়াইয়ের। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে ফিনিশ লাইনে পৌঁছানোর আগেই থেমে গেল ১৭ বছরের রাজদীপ দে সরকারের জীবনযুদ্ধ। শিলিগুড়ির বাবুপাড়ার বাসিন্দা রাজদীপ দে সরকার ছিল এক সম্ভাবনাময় ক্রীড়াবিদ, মেধাবী ছাত্র এবং বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। খেলাধুলার পাশাপাশি টেবিল টেনিস, তবলা বাজানো, পড়াশোনা ও ভদ্র আচরণের জন্য সে সকলের কাছে পরিচিত ছিল। সম্ভ্রতি অ্যাথলেটিক্সেও দ্রুত নিজের দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছিল। রাজদীপের বেড়ে ওঠা এক ক্রীড়া ও সংস্কৃতিমনস্ক পরিবারে। বাবা রানা দে সরকার ক্রীড়া সংগঠক ও সমাজসেবী হিসেবে পরিচিত। ঠাকুরদা জিতেন্দ্র মোহন দে সরকার টেবিল টেনিসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মা অপিতা দে সরকার সঙ্গীত, আবৃত্তি ও নৃত্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত। পিসি চন্দ্রানি দে সরকারও একজন প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতশিল্পী। পরিবারের এই পরিবেশেই ছোটবেলা থেকেই রাজদীপের প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল।

১৩ জুলাই ডুয়ার্সের বিন্মাণ্ডির সেন্ট জেমস স্কুলে অনুষ্ঠিত আইসিএসই ও আইএসসি জোনাল স্পোর্টস মিটে ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ের হিটে অসাধারণ পারফরম্যান্স করে রাজদীপ ফাইনালে ওঠে।

পরদিন, ১৪ জুলাই, ফাইনালে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে বাবা রানা দে সরকার ও পরিবারের বন্ধু অমল নন্দীকে সঙ্গে নিয়ে বিন্মাণ্ডির পথে রওনা দেয় সে। যদিও ফাইনালে ওঠার পরও তাকে খেলতে যেতে নিষেধ করা হয়েছিল এবং গাড়ির বন্দোবস্ত করা হবে না বলে তাকে মানসিকভাবে মুষড়ে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ তুলেছে পরিবার। রাজদীপকে খেলতে যেতে হবে না বলে মুষড়ে দেওয়ার পর ক্রীড়াপ্রেমী বাবা রানা দে সরকার তখন নিজেদের গাড়িতে তাকে খেলতে নিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্যোগ নেয় ফলে রাজদীপের মৃত্যু নিয়ে কিন্তু স্ফোভ এবং অভিযোগ এখন বেরিয়ে আসছে। একটি সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়ের খেলার মানসিকতা ভেঙে দেওয়ার বিষয়টি নিয়েই এখন আলোচনা শুরু হয়েছে রাজদীপের শোকসন্তপ্ত পরিবারের মধ্যে। কিন্তু ওদলাবাড়ি ফ্লাইওভারে তাঁদের গাড়ির সঙ্গে একটি অ্যাম্বুল্যান্সের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় রাজদীপকে প্রথমে মালবাজার হাসপাতালে এবং পরে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ভেন্টিলেশনে চিকিৎসাধীন থাকার পর চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে বৃহস্পতিবার সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। রাজদীপের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই শিলিগুড়ির ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক মহলে নেমে আসে গভীর শোকের ছায়া। রাজদীপ মূলত টেবিল টেনিস খেলোয়াড় হলেও সম্ভ্রতি অ্যাথলেটিক্সে প্রশিক্ষণ নিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই সবার নজর কেড়েছিল। তার নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও প্রতিভা অনেকের কাছেই ভবিষ্যতের বড় সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিচ্ছিল।

উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ থেকে মরদেহ বাবুপাড়ার বাড়িতে পৌঁছালে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে ভিড় করেন অসংখ্য মানুষ। শেষযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন পর্যটনমন্ত্রী ডঃ শংকর ঘোষ, ক্রীড়া সংগঠক মান্ত ঘোষ, শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী, প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেব, সমাজসেবী দীপজ্যোতি চক্রবর্তী -সহ ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও সমাজজগতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। তবে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয় যে পর্যটন মন্ত্রী ডঃ শঙ্কর ঘোষ রানা দে সরকার এর শৈশবের বন্ধু, এই ঘটনার খবর পেয়ে মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ রীতিমতো রাত জেগে নার্সিং হোমে উপস্থিত ছিলেন। এমনকি শোকে দুঃখে মন্ত্রী ডঃ শঙ্কর ঘোষকে নার্সিং হোমে দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছতেও দেখা যায়। মন্ত্রী তখন মন্ত্রী ছিলেন না, তিনি ছিলেন মানবিক এক বন্ধু শঙ্কর ঘোষ। ফিনিশ লাইনের আগেই থেমে গেল রাজদীপের দৌড়



উপদেষ্টামণ্ডলী : জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনো পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস (সিভিল ইঞ্জিনিয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুষ্পজিৎ সরকার (শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট), ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরবঙ্গ পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ

সম্পাদকীয়

পথ নিরাপত্তা সচেতনতাই পারে বাঁচাতে অমূল্য প্রাণ

প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পথ দুর্ঘটনায় বহু মানুষের প্রাণ ঝরে যাচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর কারণ বেপরোয়া গাড়ি চালানো, অতিরিক্ত গতি, ট্রাফিক আইন অমান্য, মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো এবং পথচারীদের অসচেতনতা। একটি দুর্ঘটনা শুধু একটি প্রাণই কেড়ে নেয় না, ধ্বংস করে দেয় একটি পরিবারের স্বপ্ন ও ভবিষ্যৎ।

পথ দুর্ঘটনা রোধে প্রশাসনের কঠোর নজরদারির পাশাপাশি নাগরিকদেরও দায়িত্বশীল হতে হবে। হেলমেট ও সিটবেল্ট ব্যবহার, নির্ধারিত গতিসীমা মেনে চলা, মোবাইল ফোন ব্যবহার না করে গাড়ি চালানো এবং ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলা; এসব অভ্যাসই অসংখ্য প্রাণ বাঁচাতে পারে।

মনে রাখতে হবে, গন্তব্যে কয়েক মিনিট দেরিতে পৌঁছানো ভালো, কিন্তু আর কখনও না পৌঁছানোর ঝুঁকি নেওয়া নয়। নিরাপদ সড়ক গড়ে তুলতে সরকার, প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগই হতে পারে সবচেয়ে কার্যকর পথ। নিরাপদ পথ মানেই নিরাপদ জীবন।

পাঠক সংযোগ বিভাগ

আপনার শহর, আপনার কথা

শহর আমাদের সবার। তাই শহরের কথা বলার অধিকারও সবার।

রাস্তার সমস্যা হোক বা ভালো উদ্যোগ--আপনার চোখে যা গুরুত্বপূর্ণ, তা আমাদের জানান।

ইতিবাচক মতামত, গঠনমূলক পরামর্শ এবং সমাজের উন্নয়নের ভাবনা--সবই আমরা স্বাগত জানাই।

কারণ খবরের ঘন্টা শুধু একটি পত্রিকা নয়, এটি শিলিগুড়ির মানুষের কণ্ঠস্বর।

হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন : ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

মৃত্যুর পরও আলো ছড়ানোর অঙ্গীকার, চোখ দানেই ফিরতে পারে অন্যের দৃষ্টি



নিজস্ব প্রতিবেদন : জীবন একদিন শেষ হবেই, কিন্তু একজন মানুষের মৃত্যুর পরও তাঁর চোখ বাঁচিয়ে রাখতে পারে অন্য একজনের পৃথিবী দেখার স্বপ্ন। চোখ দান শুধু একটি চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিষয় নয়, এটি মানবতা, সহমর্মিতা এবং জীবনের প্রতি গভীর দায়বদ্ধতার এক অনন্য উদাহরণ।

পৃথিবীতে এমন মানুষ খুব কমই আছেন, যাঁদের জীবনে কোনো দুঃখ নেই। প্রত্যেকেই কোনো না কোনো অভাব, কষ্ট বা যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে জীবন কাটান। কিন্তু যাঁরা দৃষ্টিশক্তিহীন, তাঁদের জীবন সংগ্রাম আরও কঠিন। চোখের আলো না থাকায় তাঁরা দেখতে পান না এই সুন্দর পৃথিবী, প্রিয়জনের মুখ কিংবা প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য। তাই মৃত্যুর পর নিজের চোখ দান করে একজন দৃষ্টিহীন মানুষের জীবনে আলো ফিরিয়ে দেওয়া নিঃসন্দেহে এক মহৎ মানবিক উদ্যোগ।

শিলিগুড়ির দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট-এর বিশিষ্ট চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ স্নেহা বাত্রা সকলের প্রতি চোখ দানে এগিয়ে আসার আন্তরিক আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর মতে, সচেতনতা বাড়লে আরও অনেক মানুষ মৃত্যুর পর চোখ দানের অঙ্গীকার করবেন এবং কর্নিয়াজনিত অন্ধত্বে ভোগা বহু মানুষ নতুন করে দেখার সুযোগ পাবেন।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায়, চোখ দানের মাধ্যমে মূলত কর্নিয়া প্রতিস্থাপন করা হয়। একজন দাতার কর্নিয়া দু'জন পর্যন্ত মানুষের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করতে পারে, যদি তাঁদের অন্ধত্ব কর্নিয়ার সমস্যা জনিত হয়। তাই একজন মানুষের একটি সিদ্ধান্ত একাধিক মানুষের জীবনে আশার আলো জ্বালাতে পারে।

চোখ দানকে 'মহান দান' বলা হয়, কারণ এই দানে কোনো আর্থিক লাভ নেই, রয়েছে শুধু অন্যের জীবনকে

আলোকিত করার নিঃস্বার্থ ইচ্ছা। মৃত্যুর পর দেহের অনেক কিছুই আর ব্যবহার করা যায় না, কিন্তু চোখের কর্নিয়া অন্যের জীবনে নতুন সূর্যোদয় এনে দিতে পারে। একজন দৃষ্টিহীন মানুষ যখন প্রথমবার নিজের সন্তানের মুখ, মায়ের হাসি কিংবা প্রকৃতির রঙ দেখতে পান, তখন সেই আনন্দের মূল্য কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনা করা যায় না।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকেও নিঃস্বার্থ সেবা ও দানকে সর্বোচ্চ ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ভগবদ্গীতায় নিঃস্বার্থ কর্মের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব জীবসেবাকে ঈশ্বরসেবার পথ হিসেবে দেখিয়েছেন, মা সারদা দেবী সকলের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করার আদর্শ দিয়েছেন এবং স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ক্ষুজীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। ক্ষু সেই ভাবনা থেকেই চোখ দান শুধুমাত্র একটি চিকিৎসা-সহায়তা নয়, এটি মানবসেবার এক উজ্জ্বল প্রকাশ।

চোখ দান সম্পর্কে মানুষের মধ্যে এখনও নানা ভুল ধারণা রয়েছে। বাঙ্ক স্তবে, যথাযথ চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসরণ করে মর্যাদার সঙ্গে কর্নিয়া সংগ্রহ করা হয় এবং এতে শেষকৃত্যে কোনো বাধা সৃষ্টি হয় না। তাই সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পরিবারকে আগে থেকেই নিজের ইচ্ছার কথা জানানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চলুন, আমরা সবাই অঙ্গীকার করি; জীবনের শেষ অধ্যায়েও যেন মানবতার আলো নিভে না যায়। মৃত্যুর পরও যদি আমাদের চোখ অন্য একজন মানুষের জীবনে আলো ফিরিয়ে আনতে পারে, তবে সেটিই হবে মানবতার প্রতি আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপহার।

রেওয়াজেই মিলছে ব্যথা ভুলে থাকার শক্তি



নিজস্ব প্রতিবেদনঃ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রেওয়াজে বসলেই যেন হারিয়ে যায় পায়ের যন্ত্রণা। ১৪ বছরের এক স্কুলছাত্রীর জীবনের এই অভিজ্ঞতা শুধু বিশ্বাসকরই নয়, বরং সঙ্গীতের মানসিক শক্তির এক অনন্য উদাহরণও বটে। পড়াশোনা, সঙ্গীতচর্চা আর স্বপ্ন; সবকিছুকে একসঙ্গে এগিয়ে নিয়ে চলেছে শিলিগুড়ি সুভাষ পল্লী নিবাসী নবম শ্রেণির ছাত্রী বিশ্বদীপা চক্রবর্তী। সম্প্রতি পায়ে আঘাত পেয়েছে ১৪ বছরের কিশোরী তথা নবম শ্রেণির ছাত্রী

বিশ্বদীপা চক্রবর্তী। বর্তমানে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে তার চিকিৎসা চলছে। আঘাতের ব্যথা এখনও পুরোপুরি না কমলেও একটি বিষয় সকলকে অবাক করেছে। যখনই সে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রেওয়াজে বসছে, তখনই যেন পায়ের ব্যথার অনুভূতি অনেকটাই মিলিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গীতের প্রতি তার গভীর একাগ্রতা যেন কিছু সময়ের জন্য যন্ত্রণাকে ভুলিয়ে দিচ্ছে। বিশ্বদীপার সঙ্গীতের প্রতি ভালোবাসা আজকের নয়। পরিবারের সদস্যদের কথায়, হামাগুড়ি দেওয়ার বয়স থেকেই সুরের প্রতি তার স্বাভাবিক আকর্ষণ তৈরি হয়েছিল। সেই ভালোবাসাই ধীরে ধীরে নিয়মিত সাধনায় পরিণত হয়েছে। তার বাবা বিপ্লব চক্রবর্তী এবং মা

বিজয়া চক্রবর্তী;দুজনেই সঙ্গীতশিল্পী। পরিবারের সাংস্কৃতিক পরিবেশে বড় হয়ে ওঠা বিশ্বদীপার দাদা বৈভব চক্রবর্তীও বর্তমানে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত নিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছেন। ফলে সঙ্গীত যেন এই পরিবারের জীবনেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের নবম শ্রেণিতে পড়াশোনা করলেও বিশ্বদীপা মনে করে, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতই তার পড়াশোনার সবচেয়ে বড় সহায়ক। বর্তমানে অনেকের ধারণা, ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের অতিরিক্ত পড়ার চাপের কারণে সৃজনশীল চর্চা বা খেলাধুলার সুযোগ কমে যায়। কিন্তু বিশ্বদীপার অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তার কথায়, রেওয়াজ না করলে মনই ভালো লাগে না। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চা আমাকে মনোযোগী হতে সাহায্য করে, পড়াশোনা মনে রাখতেও সুবিধা হয়। তার প্রতিভার স্বীকৃতিও মিলেছে

ইতিমধ্যেই। ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে সে পেয়েছে জুনিয়র ন্যাশনাল স্কলারশিপ। এছাড়াও সে আকাশবাণী শিলিগুড়ির শিশু মহলের একজন স্বীকৃত শিল্পী। ভবিষ্যতে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সাধনা আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়েও কাজ করার স্বপ্ন দেখছে বিশ্বদীপা। সুরের প্রতি ভালোবাসা, কঠোর অধ্যবসায় এবং আত্মবিশ্বাসই তার ভবিষ্যতের পথকে আরও উজ্জ্বল করে তুলবে;এমনটাই বিশ্বাস পরিবার ও শুভানুধ্যায়ীদের। সঙ্গীত যে শুধু বিনোদন নয়, বরং মানুষের মনকে শক্তি জোগায়, মনোযোগ বাড়ায় এবং কঠিন সময়েও মানসিক সাহস জোগাতে পারে;বিশ্বদীপা চক্রবর্তীর এই ছোট জীবনের গল্প যেন সেই সত্যকেই নতুন করে মনে করিয়ে দেয়।

নেপালে আন্তর্জাতিক যোগ মঞ্চে শিবমন্দিরের সুমিতার ব্রোঞ্জ জয়



নিজস্ব প্রতিবেদনঃ বয়স মাত্র একটি সংখ্যা;ইচ্ছাশক্তিই আসল পরিচয়! পাঁচ দেশের ৩৫০ প্রতিযোগীর ভিড়ে উজ্জ্বল করলেন ভারতের মুখ। ৪০,৫০ বছর বয়স বিভাগে অসাধারণ পারফরম্যান্স করে আন্তর্জাতিক যোগ প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ জিতলেন শিলিগুড়ি শিবমন্দিরের ৪১ বছর বয়সী সুমিতা দাস ঘোষ। নেপালের কাকরভিটায় গত ২৬, ২৭ ও ২৮ জুন অনুষ্ঠিত হয় ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক যোগ চ্যাম্পিয়নশিপ ‘মেয়র কাপ’। আদর্শ যোগা স্কুল অব নেপালের উদ্যোগে এবং নেপাল সরকারের পর্যটন, বন ও পরিবেশ বিভাগের সহযোগিতায় আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় ভারত-সহ ৫টি দেশের প্রায় ৩৫০ জন প্রতিযোগী অংশ নেন। ভারতের হয়ে ৬০ জন প্রতিযোগী

এই আন্তর্জাতিক আসরে অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যেই ৪০,৫০ বছর বয়স বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন শিলিগুড়ি শিবমন্দিরের ৪১ বছর বয়সী সুমিতা দাস ঘোষ। কঠিন প্রতিযোগিতার মধ্যেও অসাধারণ দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে তিনি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেন। সুমিতার এই আন্তর্জাতিক সাফল্য শুধু দেশের নয়, উত্তরবঙ্গেরও গর্ব বাড়িয়েছে। তাঁর এই কৃতিত্বে পরিবার, শুভানুধ্যায়ী এবং এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে আনন্দের আবহ তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি আগামী প্রজন্মের কাছে যোগচর্চার গুরুত্ব ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে সাফল্য অর্জনের অনুপ্রেরণাও হয়ে উঠেছেন তিনি।

হাসির সুরক্ষায় বিনামূল্যে দন্ত পরীক্ষা শিবির



নিজস্ব প্রতিবেদনঃ সুস্থ দাঁত মানেই সুস্থ শরীর। অথচ দাঁতের যত্ন সম্পর্কে সচেতনতার অভাবে বহু মানুষ নানা সমস্যা ভোগেন। সেই সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে শিলিগুড়িতে আয়োজন করা হলো একটি বিনামূল্যের দন্ত পরীক্ষা শিবির ও ওরাল হেলথ অ্যাওয়ারনেস কর্মসূচির। সোমবার সকালে শিলিগুড়ির পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লীর সংহতি মোড় সংলগ্ন দেবগীতা অ্যাপার্টমেন্টে অনুষ্ঠিত হয় মুখগহ্বরের স্বাস্থ্য সচেতনতা কর্মসূচি এবং বিনামূল্যে দাঁত পরীক্ষা শিবির। যৌথভাবে এই কর্মসূচির আয়োজন করে নর্থবেঙ্গল ডেন্টাল কলেজ এন্ড হাসপাতাল ও শিলিগুড়ি এন্ড স্মাইল সোসাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। শিবিরে উপস্থিত সাধারণ মানুষের বিনামূল্যে দন্ত পরীক্ষা করা হয়। পাশাপাশি দাঁতের সঠিক পরিচর্যা, সঠিক পদ্ধতিতে ব্রাশ করার নিয়ম এবং মুখের স্বাস্থ্য রক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সচেতনতামূলক পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। সংস্থার বিশিষ্ট সমাজসেবী নবকুমার বসাক জানান, সাধারণ মানুষের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর আগেও তাঁদের উদ্যোগে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। শুধু স্বাস্থ্য শিবির নয়, মানবিক ও সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডেও নিয়মিতভাবে অংশ নেয় শিলিগুড়ি এন্ড স্মাইল সোসাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। রাস্তার ধারে অসহায় মানুষের মধ্যে খাদ্য বিতরণ, তাঁদের চুল-দাড়ি কেটে পরিচ্ছন্ন করে তোলা-সহ নানা মানবিক উদ্যোগের মাধ্যমে সংস্থাটি সমাজের পাশে থাকার চেষ্টা করে চলেছে।

অস্ত্রোপচারও থামাতে পারেনি সুরের পথচলা, ৬৩ বছরেও সঙ্গীতেই ভালো আছেন গোপা দাস



নিজস্ব প্রতিবেদন : মাত্র ১০ বছর
বয়সে শুরু হয়েছিল সঙ্গীতের সঙ্গে
পথচলা।

সময়ের স্রোতে পেরিয়েছে পাঁচ
দশকেরও বেশি, হয়েছে ওপেন হার্ট
সার্জারিও।

তবুও থামেনি সুরের সাধনা।
আজও সঙ্গীতকেই জীবনের
সবচেয়ে বড় শক্তি বলে মনে করেন
শিলিগুড়ির বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী গোপা
দাস।

সঙ্গীত শুধু একটি শিল্প নয়,
অনেকের কাছে তা জীবনের প্রেরণা এবং
মানসিক শক্তির অন্যতম উৎস।
শিলিগুড়ির হায়দরপাড়া শরৎ পল্লীর
বাসিন্দা, বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী গোপা দাস
সেই কথারই এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

মাত্র ১০ বছর বয়সে, প্রয়াত
কীর্তনশিল্পী আরতি সরকারের উৎসাহ ও
অনুপ্রেরণায় তাঁর সঙ্গীতচর্চার সূচনা।
আরতি সরকার ছিলেন তাঁর মা। সেই
শুরু হওয়া পথচলা আজও অব্যাহত
রয়েছে।

বর্তমানে ৬৩ বছর
বয়সে পৌঁছেও তিনি
প্রতিদিন নিয়মিত
সঙ্গীতচর্চা করে
চলেছেন। জীবনের এক
কঠিন অধ্যায়ে তাঁকে
ওপেন হার্ট সার্জারির
মতো বড় অস্ত্রোপচারের
মধ্য দিয়েও যেতে
হয়েছে। কিন্তু সেই

শারীরিক চ্যালেঞ্জও তাঁর
সুরের প্রতি ভালোবাসাকে একটুও
কমাতে পারেনি।

গোপা দাসের কথায়, সঙ্গীতই
আমাকে ভালো রেখেছে। গানই আমার
মানসিক শক্তি, তাই আজও নিয়মিত
রেওয়াজ করি। তাঁর বিশ্বাস, সঙ্গীত
মানুষের মনকে সুস্থ রাখে, জীবনে
ইতিবাচক শক্তি জোগায় এবং কঠিন
সময়েও এগিয়ে চলার সাহস দেয়।

বর্তমান প্রজন্মের উদ্দেশ্যে তাঁর
বিশেষ বার্তা, পুরনো দিনের বাংলা গান,
কীর্তন ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চা এবং মন
দিয়ে শোনার অভ্যাস গড়ে তোলা
প্রয়োজন। কারণ, এই সঙ্গীত শুধু
বিনোদন নয়, আমাদের সংস্কৃতি ও
ঐতিহ্যের মূল্যবান সম্পদ।

দীর্ঘ পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে
সুরের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রেখে
গোপা দাস আজও প্রমাণ করে চলেছেন;
শরীর কখনও দুর্বল হতে পারে, কিন্তু
সঙ্গীতের প্রতি ভালোবাসা থাকলে মন
সবসময়ই শক্তিশালী থাকে।

ইতিবাচক শিলিগুড়ি

শহর মানেই শুধু যানজট, অভিযোগ আর সমস্যা নয়। শহর মানে মানুষ, মানুষের
চেষ্টা আর ছোট ছোট ভালো উদ্যোগ। শিলিগুড়ির অলিগলিতে প্রতিদিন এমন অনেক
কাজ হচ্ছে, যা হয়তো বড় শিরোনাম পায় না-- কিন্তু সমাজকে বদলে যাচ্ছে নীরবে।

কেউ ছাদে গাছ লাগাচ্ছেন, কেউ বিনামূল্যে পড়াচ্ছেন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের, কেউ
আবার রক্তদান শিবির আয়োজন করছেন। এই ছোট ছোট আলোর বিন্দুগুলো মিলেই
শহরকে সুন্দর করে তোলে।

খবরের ঘন্টা বিশ্বাস করে-- নেতিবাচকতার ভিড়ে ইতিবাচক খবরই মানুষের
মনকে শক্তি দেয়। তাই আমরা খুঁজে চলবো সেই মানুষদের, যারা বদলের গল্প লিখ
ছেন নীরবে।

সেই রকম বদলের গল্প থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করুন, জানান তথ্য :
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

আমাদের অঙ্গীকার

সংবাদপত্র শুধু খবর দেয় না, দিকনির্দেশও দেয়।

আমাদের অঙ্গীকার--

সত্যপ্রকাশ ,

সমাজের গঠনমূলক খবর তুলে ধরা ,

তরুণ প্রজন্মকে অনুপ্রানিত করা,

স্থানীয় প্রতিভাকে সামনে আনা।

আমরা বিশ্বাস করি, একটি ইতিবাচক সংবাদ অনেক সময় একটি পরিবারের
মনোবল বাড়িয়ে দিতে পারে। একটি সঠিক তথ্য একজন নাগরিককে সচেতন করে
তুলতে পারে।

খবরের ঘন্টা থাকবে মানুষের পাশে--সততা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে

বাপি ঘোষ

সম্পাদক , খবরের ঘন্টা

বৃক্ষেই ভবিষ্যৎ, সবুজের বার্তা রথখোলা

ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের



নিজস্ব প্রতিবেদন : আমাকে বড়
হতে দাও, বড় হয়ে আমি তোমাদের
রক্ষা করব; এই বার্তাই যেন এদিনের
বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মূল সুর।

পরিবেশ রক্ষার অঙ্গীকারকে
সামনে রেখে রবিবার শিলিগুড়ির
একাধিক এলাকায় সবুজায়নের ডাক
দিল রথখোলা ওয়েলফেয়ার

অর্গানাইজেশন।

রবিবার শিলিগুড়ির সারদাপল্লী, নেতাজি পল্লী সংলগ্ন বকুলতলা মোড়ে বৃক্ষরোপণ
কর্মসূচির আয়োজন করে রথখোলা ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন। উপস্থিত ছিলেন
সংগঠনের সভাপতি অজিত কুমার মজুমদার, সম্পাদক প্রভাস কুমার পাল,
সহ-সভাপতি সনৎ ভৌমিক-সহ অন্যান্য সদস্যরা।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রতি বছরের মতো এবারও বর্ষাকালকে
কাজে লাগিয়ে রথখোলা, রবীন্দ্রনগর, নেতাজি পল্লী, সারদাপল্লী-সহ বিভিন্ন এলাকায়
ধারাবাহিকভাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি চলছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং আগামী
প্রজন্মের জন্য একটি সবুজ পৃথিবী গড়ে তোলাই তাদের মূল লক্ষ্য।

শুধু গাছ লাগিয়েই দায়িত্ব শেষ নয়; প্রতিটি চারার সুরক্ষার জন্য খাঁচায় লাগানো
হচ্ছে একটি হৃদয়স্পর্শী স্টিকার, যেখানে লেখা রয়েছে, ক্ষুধাআমাকে বড় হতে দাও।
বড় হয়ে আমি তোমাদের রক্ষা করব। ক্ষুধা এই অভিনব উদ্যোগ সাধারণ মানুষেরও
প্রশংসা কুড়িয়েছে।

সংগঠনের আমন্ত্রণে এদিন বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নেন খবরের ঘন্টার
সম্পাদক বাপি ঘোষ। পরিবেশবান্ধব এই উদ্যোগে এলাকার বহু মানুষও সামিল হয়ে
সবুজায়নের বার্তাকে আরও শক্তিশালী করে তোলেন।

অনুপ্রেরনা

ব্যর্থতা শেষ নয়, শুরু

যে ছাত্র পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে আবার উঠে দাঁড়ায়, যে ব্যবসায়ী ক্ষতির পর নতুন
করে চেষ্টা করে, যে গৃহবধু নিজের হাতে উদ্যোগ শুরু করেন-- তাঁরাই প্রকৃত
অনুপ্রেরনা।

জীবন মানেই সংগ্রাম। কিন্তু সংগ্রামের মাঝেও হাসতে শেখাই আসল শক্তি।
আমরা চাই, শিলিগুড়ির প্রতিটি মানুষ নিজের গল্প লিখুক সাহসের কালি দিয়ে।

এই অনুপ্রেরনা বিভাগে আমরা তুলে ধরবো এমন একেকজন মানুষকে, যারা
ইতিবাচক মনোভাব দিয়ে নিজের জীবন ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

সেই রকম তথ্য থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন :
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা